দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

C48

অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের ইন্তেকাল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান আর নেই। গতকাল শুক্রবার ভোর সাড়ে ৬টায় ঢাকার হলিফ্যামিলি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে - - - -রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান কয়েকমাস ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তিনি উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। গত ১০ই আগষ্ট গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২২শে আগষ্ট

(৭-এর পাতায় দেখুন)

শনিবার, ১২ই ভাদ্র, ১৩৯৪

সাইদুর রহমানের ইন্তেকাল

(১ম পাতার পর)

থেকে তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন।

অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান স্ত্রী, চার ছেলে, নাতি-নাতনী এবং অগণিত ছাত্র, শুভাকাঙ্খী গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার বড় ছেলে বিশিষ্ট সাংবাদিক শফিক রেহমান পিতার অন্তিম সময়ে শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলেন। শফিক রেহমান দেশে ফিরেছেন ১৬ই আগষ্ট।

গতকাল সকালে অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মরহুমের বন্ধু-বান্ধব-ছাত্র ও গুণগ্রাহীরা তার এয়ারপোর্ট রোডের বাসভবনে ছুটে যান এবং মরহুমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গতকাল বাদ-জুম্মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় মরহুমের বিপুলসংখ্যক ছাত্র এবং সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অন্যান্য শিক্ষক এবং আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাকশাল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সিপিবিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ও নামাজে জানাজায় অংশ নেন।

নামাজে জানাজার পর অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তার লাশ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নবীনগরে নিজগ্রাম রসুল্লাবাদে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান ১৯০৫ সালে রসুল্লাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পাস করার পর ১৯৩২ সালে তিনি রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক ও বেকার হোষ্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা কলেজ, সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও ইডেন কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৬৩ সালে জগন্নাথ কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ পর্যন্ত এই দায়িত্বে থাকার পর তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ তারই প্রতিষ্ঠিত সাইদুর রহমান ফাউণ্ডেশনে দান করা হয়। এই ফাউণ্ডেশন থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবকল্যাণ বিষয়ক বক্তৃতামালা ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস ও বয়স্কাউট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি 'এ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইসলামিক ফিলসফি' নামে একটি বই রচনা করেন। তার দুটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান নিজ গ্রাম ও ঢাকা শহরে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর সাথেও তিনি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

শোক প্রকাশ

অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের ইন্তেকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য শোক বিবৃতিতে বলেন, এদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের প্রেরণার উৎস ছিলেন।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক তার বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করে বলেন, এদেশে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ও অগ্রগতিতে অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের অবদান অবিস্মরণীয়। এদেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের বিকাশেও তার অবদান দিল উল্লেখযোগ্য।

বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক এক বিবৃতিতে অধ্যক্ষ সাইদুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন শোক প্রকাশ করে দু'টি বিবৃতি দিয়েছে।

দর্শন সমিতি

অধ্যাপক সাইদুর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের স্থানীয় সদস্যদের এক জরুরী সভা গতকাল সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মরহুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান দর্শন সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।